দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটির একটি সমস্যামুক্ত ছাত্রাবাস

মুজতবা খন্দকার ঃ খুব সকালে কিংবা বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের সামনের খোলা জায়গার দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় ভিনদেশী কিছু ছাত্রকে শরীরচর্চা করতে, কেউবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে, এদের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, তবুও এই ক্যাম্পাসে কাটে এদের দিনের অধিকাংশ প্রহর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৯৬ সালে বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য "আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস" প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ও বিজনেস স্টাডিজ ভবনের উত্তরে সূর্যসেন হলের পূর্বে চারতলার এ সুদৃশ্য ছাত্রাবাসটির অবস্থান।

মোট ৭৮টি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক কক্ষ রয়েছে এই ছাত্রবাসটিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে এ ছাত্রাবাসটিতে ৭৮ জন ছাত্র থাকার কথা থাকলেও থাকেন আরও বেশী। প্রায় ১শ জন ছাত্র এখানে থাকেন। তার পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলের মত এ ছাত্রাবাসে ডাবলিং কিংবা ট্রিপলিং অথবা ফ্লোরিং-এর দরকার পড়ে না।

আন্তর্জাতিক ছাত্রবাসে বসবাসরত ছাত্রদের বেশীর ভাগ নেপালের। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে নেপালের ২৭ জন, ইরানের ২১ জন, প্যালেস্টাইনের ১১ জন, সৌদী আরবের ৯ জন, সোমালিয়ার ৯ জন, পাকিস্তানের ৩ জন, জর্দানের ৩ জন, সুদানের ২ জন, ভুটানের ১ জন, মরিশাসের ১ জন, কোরিয়ান ১ জন এবং ভারতের ৩ জন ছাত্র থাকেন।

এছাড়া যেসব বিদেশী ছাত্র কক্ষের জন্য আবেদন করেছেন এবং অপেক্ষার তালিকায় নাম আছে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন।

এই ছাত্রাবাসে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ছাত্র। এছাড়া ৪৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। ইনস্টিটিউটগুলি হচ্ছে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এ্যান্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর) এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজ।

আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের প্রতিটি কক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলগুলি থেকে ভিন্ন ধরনের। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে সংলগ্ন স্নানাগার ও একটি বারান্দা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। ছাত্রাবাসে সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে একটি সম্মেলন কক্ষ, সাধারণ কক্ষ, খাবার ঘর, ক্যান্টিন ও লন্ড্রী, একটি লন টেনিস কোর্ট। ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত কোন খেলার মাঠ নেই। একারণে ছাত্ররা ছাত্রাবাসের সামনের সবুজ চত্বরটিকেই নিয়মিত খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করে। ছাত্রবাসটির কোন সীমানা বা দেয়াল নেই একারণে ছাত্রাবাসের সম্মুখে দীপ সুদৃশ্য চত্বরটি সবুজ জমি ও উদ্যানটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের বাংলাদেশ শাখার কার্যালয় এবং পাঠাগার এ ছাত্রাবাসে অবস্থিত।

হলটিতে ওয়ার্ডেনের দায়িত্বে আছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এ এইচ এম আমিনুর রহমান। এছাড়া ১ জন অফিসার, ২ জন কর্মচারী ও ৪ জন দারোয়ানও রয়েছে।

ছাত্রাবাসটিতে কোন ছাত্র সংসদ নেই যেমন আছে স্থানীয়দের ছাত্রাবাসে। তবে বিদেশী ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগে ছাত্রকল্যাণ পরিষদ গঠন করেছে। প্রতিবছর পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

হলটিতে একটি ডিশ এ্যান্টিনা থাকলেও আহমেদ মাসুদি এবং রহিমড বাইনাকি নামের দুজন সোমালিয়ান ছাত্র জানান, তারা নিজেরাই টেলিভিশন কিনেছেন। রুমে বসেই তারা টিভি দেখেন, মিলনায়তনের খুব একটা যান না। এই ছাত্ররা আরও জানান, হলটিতে তাদের কোন সমস্যা নেই।

হলটির ওয়ার্ডেন প্রফেসর আমিনুর রহমান জানান, কোন সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, তেমন কোন অভিযোগ তাদের পক্ষ থেকে আসে না।

আমাদের দেশের ছাত্ররা তেমন একটা তাদের সঙ্গ দেয় না। প্রায় প্রতিদিন বিকালে দেখা যায় হলটির সামনে ১০/১৫ জন বিদেশী মিলে আড্ডা দিচ্ছে। আবার কখনো দেখা যায় কোন বিদেশী ছাত্রীর সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, কখনো দেখা যায় ছাত্রাবাসটির বারান্দায় বসে গভীর মনোযোগের সাথে বই পড়তে।

আমাদের দেশের হাজারও সমস্যা এদের নাড়া দেয় না। ব্যত্যয় ঘটায় না স্বাভাবিক জীবনযাপনে। নিজেদের সুখে এবং বেদনায় তারা থাকে নিরন্তর।